দৈনিক
ইত্তেফাক

07 MAR 2017

ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে পদক্ষেপের আশ্বাস ভিসির

■ কবির কানন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির সামরিক আইনবিরোধী আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে ডাকসু নেতা-কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ ২৬টি বছর ডাকসু নির্বাচন হয় না। ফলে দেশের সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো, উপাচার্য ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সর্বশেষ গত ৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ ডাকসু নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন ইজ মাস্ট। এটা না হলে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব শূন্যতা সৃষ্টি হবে।

রাষ্ট্রপতির ডাকসু নিয়ে কথা বলার পর বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ডাকসু নির্বাচনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নেওয়া হবে কি না এর জবাবে তিনি বলেন, এই রকম নির্দিষ্ট কিছু নেই তবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এদিকে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে রাষ্ট্রপতির করা মন্তব্যে ছাত্র সংগঠনগুলো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হুসাইন বলেন, ডাকসু নির্বাচন আমরা অবশ্যই চাই। কেন নির্বাচন হচ্ছে না সেটাই আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ আল হাসান বলেন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমরাও একমত, আমরাও ডাকসু নির্বাচন চাই। ডাকসু নির্বাচনের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি। আর এই নির্বাচন যেহেতু কোনো ছাত্র সংগঠন আয়োজন করে না। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি নির্বাচনের আয়োজন করে আমরা নির্বাচনে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবো।

ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তুহিন কান্তী দাস বলেন, ক্যাম্পাসের বর্তমান যে অবস্থা তাতে ডাকসু নির্বাচন খুবই জরুরি। রাষ্ট্রপতি এ নিয়ে কথা বলেছেন। আমরা মনে করি তারই ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করার দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন, আমরা (ছাত্র ইউনিয়ন) সবসময় ডাকসুর জন্য কথা বলি। ভবিষ্যতে ডাকসু নির্বাচন না দিলেও আন্দোলনে করারও পরিকল্পনা আছে।

ছাত্রলীগের ঢাবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্স বলেন, আমরা এটা অত্যন্ত ইতিবাচক ভাবে দেখছি। এটা আমাদেরও প্রাণের দাবি।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ঢাবি শাখা সাধারণ সম্পাদক সালমান সিদ্দিকী বলেন, ডাকসু নিয়ে উপাচার্য ও আচার্য কথা বলেছেন। এটি খুবই ইতিবাচক। কিন্তু কেন দীর্ঘদিন ধরে ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না সেটাই বলতে হবে এবং ডাকসুর পক্ষে কথা বলাকে কাজে পরিণত করতে হবে।